দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : 21 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

৮৭টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি

আসমা আক্তার সাথী : ডিগ্রী পাস, সাবসিডিয়ারী এবং সার্টিফিকেট কোর্স ২০০৪ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ২শ’ ২৮টি কলেজের মধ্যে ৮৭টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। অর্থাৎ ৮৭টি সরকারী-বেসরকারী কলেজে পাসের হার শূন্য। ফেল করা কলেজের মধ্যে নাচোল কলেজ এবং সারিয়াদ ডিগ্রী কলেজ; বি-বাড়ীয়া থেকে এ বছর সর্বোচ্চ সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই দু’টি কলেজ থেকে মোট ১০ জন করে পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে একজনও পাস করতে পারেনি। মীরবাগ ডিগ্রী কলেজ ৫

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

কেউ পাস করেনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দুলারহাট আদর্শ কলেজ থেকে ৯ জন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে একজনও পাস করতে পারেনি। এছাড়া ১৯টি কলেজ থেকে ১ জন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে একজনও পাস করতে পারেনি। এই কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে শহীদ জিয়াউর রহমান কলেজ, কুমারখালি আদর্শ মহিলা কলেজ, মঈনুদ্দিন আদর্শ মহিলা কলেজ, শ্যামপুর আদর্শ কলেজ, মাহিপুর হাজী মহসীন কলেজ, শ্যামপুর কলেজ, মাওলানা কেরামত আলী কলেজ, পায়রাবন্দ বেগম রোকেয়া স্মৃতি কলেজ, দোহাই নওয়াবপুর কলেজ, ফরিদউদ্দিন সরকার কলেজ, আমানত সাফা বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, মুজাফফারা ঝোপোদা নাগেন্দ্র নন্দী কলেজ, মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান ডিগ্রী কলেজ, ড. আজাহার উদ্দিন কলেজ, ফুলজড়ি ডিগ্রী কলেজ, সীমান্ত বাজার মহিলা ডিগ্রী কলেজ, কুড়েরপাড় আদর্শ মহিলা কলেজ, মওলানা ভাসানী মেমোরিয়াল কলেজ ও বগুড়া কলেজ। মোট ১৭টি কলেজ থেকে ২ জন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে একজনও পাস করতে পারেনি। এই কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে নিমগাছি কলেজ, উত্তরা কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ; বউনিয়া, চন্দন বাইশা কলেজ, আমলাহার কলেজ; পঞ্চগড়, চাঁন মিয়া মোল্লা কলেজ, ভুলুয়া কলেজ, নাথের পটুয়া কলেজ, হেইয়াকো বনানী ডিগ্রী কলেজ, টেকনাফ কলেজ, বড়চাপা ইউনিয়ন আদর্শ কলেজ, বঙ্গবন্ধু কলেজ, ভোলাহাট মহিলা কলেজ, তালতলি ডিগ্রী কলেজ, মহিউদ্দিন আহমেদ উইমেন্স ডিগ্রী কলেজ, বালুয়াহাট ডিগ্রী কলেজ, প্রফেসর হয়েন উদ্দিন ডিগ্রী কলেজ। মোট ১৬টি কলেজ থেকে ৩ জন করে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে একজনও পাস করতে পারেনি। এই কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে ফিলিপ নগর মরিচা কলেজ, উলানিয়া মুজাফফর খান কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ, চান্দিনা মহিলা ডিগ্রী কলেজ, সোনাইমুড়ি কলেজ, বালিয়াকান্দি কলেজ, অগ্রসর বালিকা মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ হাতুনিয়া পাদুয়া কলেজ, খলিলনগর কলেজ,

নুরুন্নাহার মির্জা কাসেম মহিলা কলেজ, আব্দুর রহমান কলেজ, শিমলা কলেজ, শ্রীপুর রামনগর ডিগ্রী কলেজ, নাওহাটা উইমেন্স কলেজ, বাইরতি ডিগ্রী কলেজ, বকতিয়ারপুর ডিগ্রী কলেজ।

গতকাল (বুধবার) ফলাফল প্রকাশনা অনুষ্ঠানে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় আলোচনাক্রমে শূন্য পাস কলেজগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হবে। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে শূন্য পাস প্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত করে দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একাদশ ও ডিগ্রী পরীক্ষায় শূন্য পাসের দায়ে গত বছর সর্বমোট ৭৬টি কলেজের এমপিও স্থগিত করে দেয়।